সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী

ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৩০শে আষাঢ়, ১৪৩২ • ১৫ই জুলাই, ২০২৫

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ৯১৩৭০৯১৩৭০ 9137091370

পিছিয়ে পড়বে না কেউ, কেউ যাবে না বাদ

রাজ্যবাসীর প্রতি বার্তা

“অনুগ্রহ করে আপনার অভিযোগ বা মতামত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানান, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনার সমস্যা যতটা পারি সমাধান করার জন্য।”

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

আপৎকালীন সমস্যার জরুরি ভিত্তিতে সমাধান

মানুষ জীবনে এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেগুলির দ্রুত সমাধান না হলে বড়ো ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইনে জানানো হাজারো সমস্যার মাঝে অতি জরুরি প্রয়োজনের বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে মানুষের কাছে দ্রুত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে গ্রিভ্যান্স সেল। মূলত চিকিৎসা, ত্রাণ, আইন-শৃঙ্খলা ও বিপর্যয় মোকাবিলার মতো অতি জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলিতে জরুরি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তি বাড়ি ফিরলেন সুস্থ হয়ে

পূর্ব বর্ধমান জেলার বাসিন্দা পূর্ণেন্দু মণ্ডল, বয়স পঁয়তাল্লিশের গোড়ায়, হঠাৎই একদিন বাড়িতে পড়ে গিয়েছিলেন। মাথায় গভীর চোট লাগায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক শুশ্রূষা শুরু হল, কিন্তু অবস্থা ক্রমে সঙ্কটজনক হয়ে ওঠায় পূর্ণেন্দু মণ্ডলকে নিয়ে যাওয়া হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি থাকার সময়েই পূর্ণেন্দুবাবুর আবার সেরিব্রাল স্ট্রোক হল। ফলে সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করল। চিকিৎসারত ডাক্তারবাবু জানালেন মস্তিষ্কে বেশ কয়েকটি জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। রোগী অর্ধচেতন, মাঝে মাঝেই শরীর কষ্টে বেঁকে উঠছে। ২০শে জুলাই ২০২৪, অসহায় অবস্থায় পূর্ণেন্দুবাবুর দাদা সুব্রতবাবু ফোন করলেন ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইনে। পূর্ণেন্দুবাবুকে নিয়ে আসা হল আর জি কর হাসপাতালে। চিকিৎসা শুরু হল সঙ্গে সঙ্গেই। দুই দিনের মধ্যে শরীরে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার হল। সাত দিন পর ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সুব্রতবাবু। এখন পূর্ণেন্দুবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ।

গল্প হলেও সত্যি

আমার শাশুড়ির জরুরী অস্ত্রোপচারের জন্য যখন সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিল, তখন আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। এমন কঠিন সময়ে ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইনে ফোন করে দ্রুত সাহায্য পেয়েছি, যার ফলে সময় মতো শাশুড়ির অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে। তিনি এখন সুস্থ আছেন।

মনোয়ারা বিবি
মুর্শিদাবাদ

আমার ভাইয়ের মেয়ের জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার জন্য আমি ও আমার পরিবার গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

কার্তিক মণ্ডল
পূর্ব বর্ধমান

আমি টিভিতে ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইন নম্বর দেখে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলাম। আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে পেয়েছি। এইজন্য আমি দিদির কাছে কৃতজ্ঞ।

শ্রাবন্তী মজুমদার
পশ্চিম মেদিনীপুর

বন্ধ হল নাবালিকার বাল্যবিবাহ

সামনেই মেয়েটির মাধ্যমিক পরীক্ষা। সে আরো পড়তে চায়, বড়ো হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু নাবালিকা মেয়ের সেই ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ মেয়েটির মা-বাবা। বিয়ে চূড়ান্ত করে ফেলল উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের ওই পরিবার। এদিকে বিয়ের খবর পেয়ে এক প্রতিবেশী প্রমাদ গুনলেন। কোমলহৃদয় সেই মানুষটি জানতেন, বিয়ে মানেই মেয়েটির ভবিষ্যৎ স্বপ্নের অকালমৃত্যু। ২৯শে জানুয়ারি ২০২৪, বিয়ের দিনেই তিনি ফোন করলেন ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে উপস্থিত ব্লক অফিসের আধিকারিক ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির শিশু বিবাহ প্রতিরোধ দলের সদস্যরা। মেয়েটির মা-বাবা-কে বোঝালেন অল্প বয়সে বিয়ের কুফল; কীভাবে নাবালিকা বয়সে বিয়ে শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিষম প্রভাব ফেলে। মেয়ের পড়াশোনা, তার বেড়ে ওঠার ছন্দ আর ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দেয় বাল্যবিবাহ। এই পরামর্শের পর মেয়েটির মা-বাবা ভুল বুঝতে পারলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত মেয়েকে বিয়ে দেবেন না।

বিকালের মধ্যেই সারানো হল ট্রান্সফরমার : খুশি কুসুলিয়া

২০২৫ সালের ১৬ই মে, বীরভূম জেলার কুসুলিয়ার বড় রাস্তার কাছের বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারটিতে সকাল সকাল আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। কিছুক্ষণের জন্য প্রায় বিকল হয়ে পড়ল ট্রান্সফরমারটি। যেকোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, প্রাণহানিও অসম্ভব নয়। নিরুপায় হয়ে বাসিন্দারা শরণাপন্ন হলেন ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইনের। অভিযোগটি পৌঁছানোর সাথে সাথেই শুরু হল তৎপরতা। ট্রান্সফরমারের পুড়ে যাওয়া অংশটি দ্রুত বদলে দেওয়া হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গরমে নাজেহাল এলাকাবাসী।

ব্লাড ক্যানসার রোগীর আপৎকালীন প্রয়োজনে রক্ত জোগাল সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী

ব্লাড ক্যান্সারের রোগী কুরসিমা বিবি মুর্শিদাবাদ জেলা হাসপাতালে সাধারণ মেডিসিন বিভাগের ৩৮ নম্বর বেডে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অত্যন্ত কমে যাওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক জরুরি ভিত্তিতে দুই ইউনিট ‘ও পজিটিভ’ রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কুরসিমার পুত্রবধূ সায়েরা বিবি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করেন। কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে তাকে মাত্র এক ইউনিট রক্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য একজন ডোনারের ব্যবস্থা করতে বলা হয়, যা পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না। ৩০শে অগাস্ট ২০২৪, অসহায় সায়েরা বিবি ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইনে ফোন করে দ্রুত এক ইউনিট ‘ও পজিটিভ’ রক্ত জোগাড় করার অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তৎপরতায় রক্ত জোগাড় হল। কুরসিমা বিবিকে দেওয়া হল রক্তের দ্বিতীয় ইউনিট। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি।

মনিটরিং অফ প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড গ্রিভ্যান্স সেল, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ

বিশদে জানতে কিউ আর কোড স্ক্যান করুন

সুন্দরবনের নিখোঁজ ছাত্রী উদ্ধার : গ্রেফতার অভিযুক্ত

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার একটি হাই স্কুলের ছাত্রী জ্যোৎস্না (নাম পরিবর্তিত)। বয়স বছর পনেরো। ২৫শে জানুয়ারি ২০২৪, রোজকার মতো সেদিনও খাবার খেয়ে স্কুলে যায় জোৎস্না। কিন্তু স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পরও সে বাড়ি ফিরলো না। কাছেই কুলপি থানায় অভিযোগ করলেন মা-বাবা। এরই মধ্যে গভীর রাতে অচেনা নম্বর থেকে ফোন এল। জানা গেল মেয়েটিকে অপহরণ করা হয়েছে। আর দেরি করেননি জ্যোৎস্নার মা। ফোন করলেন 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে। মায়ের আর্তি বৃথা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের গ্রিভ্যান্স সেলের উদ্যোগে সুন্দরবন জেলা পুলিশ জ্যোৎস্নাকে উদ্ধার করল । অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করল পুলিশ ।

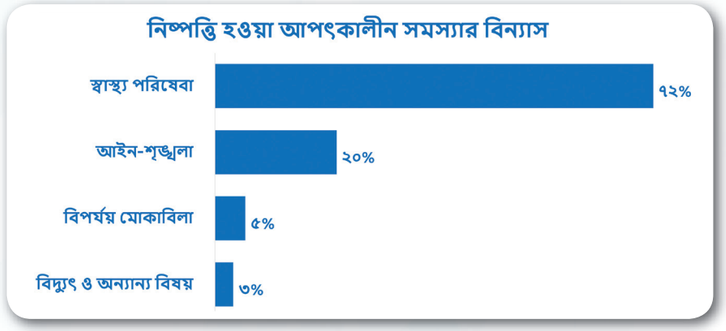

অর্ধেকেরও বেশি আপৎকালীন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে।

বিশেষ ভাবে সক্ষম কিশোর পেল স্বপ্নপূরণের চাকা

২০২৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি, রায়গঞ্জের শাহেদ-এর জীবন বদলে দেওয়া একটা দিন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মেছিল শাহেদ। আর দশটা শিশুর মতোই তার স্বপ্ন ছিল বন্ধুদের সাথে মিলে স্কুলে যাবে, অবাধে ঘুরে বেড়াবে আর উপভোগ করবে শৈশবের টুকরো টুকরো আনন্দ। চৌদ্দ বছরের শাহেদ -এর প্রয়োজন ছিল হুইলচেয়ারের। কিন্তু পরিবারের সঙ্গতি ছিল না হুইলচেয়ার কিনে দেওয়ার। তাই উপায় না দেখে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করলেন শাহেদ -এর বাবা। ফোন পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর তৎপর হয়ে উঠল, সংশ্লিষ্ট দপ্তরেও অনুরোধ পৌঁছাল। কিছুদিনের মধ্যেই বিডিওর তত্ত্বাবধানে ব্লকের জয়েন্ট বিডিও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে এসে শাহেদকে হুইলচেয়ারটি দিয়ে যান। হুইলচেয়ার পেয়ে শাহেদ যারপরনাই খুশি। নতুন আত্মবিশ্বাসে ভর করে চার দেয়ালের বাইরের পৃথিবীকে ঘুরে দেখার স্বপ্ন বুনতে শুরু করে সে।

পথ দুর্ঘটনায় আহত দীপু পেলেন জীবনদায়ী চিকিৎসা

৭ই জানুয়ারি ২০২৫ এর সকাল। সোনারপুরের দীপু সরকার বেরিয়েছিলেন বাজার করতে। ফেরার পথে একটি গাড়ির সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল। ধাক্কার অভিঘাতে পা জখম হল মারাত্মকভাবে। যন্ত্রণায় কাতর দীপুকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হল যাদবপুরের একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসা মিলল ঠিকই, তবে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য রোগীকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হল। দীপুকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ট্রমা কেয়ার ইউনিটে পৌঁছালেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে বেডের অভাবে দীপুকে ভর্তি করা সম্ভব হল না। দীপু তখনও সংকটজনক অবস্থায়। বন্ধ হয়নি রক্তক্ষরণ। পরিস্থিতি দেখে দীপুরই এক প্রতিবেশী ভরসা করে ফোন করলেন 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে। অভিযোগ পেয়েই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। দীপু সরকারকে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হল। তাঁর চিকিৎসা শুরু হল। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

পিছিয়ে পড়বে না কেউ, কেউ যাবে না বাদ

দশ মাসের শিশু নায়েক সুস্থ হয়ে ফিরল বাড়িতে

১৫ই মে, ২০২৫। হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পায় মাত্র দশ মাসের শিশু নায়েক আনসারি। ছোট্ট মাথায় আঘাত লেগে মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। শিশুটি তখন আংশিক অচেতন, খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নায়েককে প্রথমে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান বাবা নাজিম মোমিন। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু উপযুক্ত বেডের অভাবে ভর্তি নিয়ে সাময়িক জটিলতা তৈরি হল। অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষার প্রহর কাটছিল পরিবারটির। আরেকটি চিন্তারও কারণ ছিল। পরিবারটির স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছিল, কিন্তু কার্ডে শিশুটির নাম ছিল না। এই রকম অবস্থায় পরিবারটির আত্মীয়া রোজি বিবির মনে পড়ল 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনের কথা। সেইমতো পরের দিনই ফোন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্যার সমাধান। নায়েক আনসারির ভর্তির ব্যবস্থা হল এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের ৮ নম্বর বেডে। চিকিৎসা শুরু হল। ক্রমে নায়েক সুস্থ হয়ে উঠল ।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে জরুরি তৎপরতায় হাসপাতালে ভর্তি

১৫ই জানুয়ারি ২০২৪। বুকে ব্যথা নিয়ে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি হন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা সুব্রত মণ্ডল। প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরীক্ষার পর জানা গেল তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। পাঁজরে জল জমেছে। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিলেন। স্ত্রী সোনালিদেবী স্বামীকে নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছালেন। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররা দ্রুত ভর্তির পরামর্শ দিলেন কিন্তু তখন হাসপাতালে বেডের অপ্রতুলতা ছিল। অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে মোড় নিতে শুরু করলে সুব্রতবাবুরই এক প্রতিবেশী ফোন করলেন 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে, আর আবেদন জানালেন যাতে দ্রুত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ বা অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করা যায়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুব্রতবাবু কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয় ।